Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 20, 1432 Bangla, February 03, 2026, Tuesday, No. 34, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Adviser Dr. Muhammad Yunus has greeted Muslims in BD & across world on occasion of Shab-e-Barat, saying through self-criticism & remorse, people can achieve infinite blessings & forgiveness of Almighty Allah by directing their lives on right path. [Jago FM: 11]

National security adviser Khalilur Rahman has commented that defense agreements with various countries including US, China & Japan are part of ongoing process in final stages of interim govt.'s term. [BBC: 06]

According to Chief Adviser's Press Wing, 274 election-related violence incidents including 5 killings & 15 attacks on candidates have been reported across country centering upcoming parliamentary elections. [BBC: 03]

Based on a report by TIB, at least 15 political leaders and activists were killed in the 36 days following the announcement of the 13th national parliamentary election schedule. [BBC: 04]

BNP Chairman Tarique Rahman has said those who disrespect women, resort to lies and have taken away the people's right to vote, can never be patriotic or people-oriented. [Jago FM: 11]

NCP Convener Nahid Islam has alleged that intimidation and threats are being used to obstruct election campaigning. [Jago FM: 12]

A special court has sentenced deposed PM Sheikh Hasina to 10 years' imprisonment and her niece, British MP Tulip Siddiq, to four years in two cases involving the Purbachal plot scam in Dhaka.[BBC: 03]

Police have arrested 4 people, including Biman Bangladesh Airlines Managing Director & CEO Md Shafiqur Rahman and his wife, in connection with the alleged abuse of an 11-year-old domestic worker. [BBC: 06]

ACC has conducted a raid after receiving allegations that ships are being converted into 'floating warehouses' on rivers & seas ahead of Ramadan, creating an artificial crisis in market for essential food items. [BBC: 07]

The prices of LPG and autogas have been increased again. The price of a 12-kg cylinder for the month of February has been increased by Tk 50 from Tk 1,306 to Tk 1,356. [BBC: 09]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ২০, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ৩৪, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আত্মসমালোচনা ও তওবার মাধ্যমে মানুষ তাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসীম বরকত ও মাগফেরাত অর্জন করতে পারে। [জাগো এফএম: ১১]

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিকে চলমান প্রক্রিয়ার অংশ -- মন্তব্য করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। [বিবিসি: ০৬]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ২৭৪টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে পাঁচজন, প্রার্থীর ওপর হামলা হয়েছে ১৫টি-- জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। [বিবিসি: ০৩]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরের ৩৬ দিনে সারাদেশে অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন -- এক রিপোর্টে বলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। [বিবিসি: ০৪]

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, যারা নারীদের অসম্মান করে, যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে তারা কখনো দেশপ্রেমিক বা জনদরদি হতে পারে না। [জাগো এফএম: ১১]

নির্বাচনি প্রচারের জন্য টাঙানো ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং হুমকি দিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। [জাগো এফএম: ১২]

ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট দুর্নীতির দু'টি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ বছরের এবং তার ভাগ্নি ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের ৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। [বিবিসি: ০৩]

গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাফিকুর রহমান, তার স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। [বিবিসি: ০৬]

রমজান সামনে রেখে নদী ও সমুদ্রে জাহাজকে `ভাসমান গুদাম, বানিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, এমন অভিযোগ পেয়ে অভিযান পরিচালনা করছে দুদক। [বিবিসি: ০৭]

আবারও বাড়ানো হয়েছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও অটোগ্যাসের দাম। ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৩০৬ টাকা থেকে ৫০ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার ৩৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। [বিবিসি: ০৯]

বিবিসি

তফশিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন ঘিরে ২৭৪টি সহিংস ঘটনা : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ২৭৪টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। সোমবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সহিংস ঘটনার কথা তুলে ধরা হয়। এর সাথে আগের তিনটি নির্বাচনেরও তুলনা তুলে ধরেছে প্রেস উইং। সেসব নির্বাচনে সহিংসতার সংখ্যা বেশি ছিল বলে ওই পরিসংখ্যানে দেখা যায়। সেখানে মূলত, প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, হত্যাকাণ্ড, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন এমন কয়েকটি ক্যাটাগরিতে সহিংসতার হিসাব তুলে ধরেছে প্রেস উইং। দেখা যায়, তফশিল ঘোষণার পর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থকদের মধ্যে ৮৯টি সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে পাঁচজন, ভয় দেখানো বা আক্রমণাত্মক আচরণের ঘটনা ঘটেছে ১৬টি, প্রার্থীর ওপর হামলা হয়েছে ১৫টি। এছাড়া, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহারের তিনটি ঘটনা, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ৯টি, প্রচার কাজে বাধা প্রদানের ২৯টি ঘটনা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অফিস/প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ২০টি, অবরোধ/বিক্ষোভ ইত্যাদি ১৭টি, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ১টি এবং অন্যান্য আরো ৭০টি সহিংসতার ঘটনা রেকর্ড করা হয়। তবে সেখানে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় যে, সেসব নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনা এর অনেক বেশি ছিল। প্রেস উইং থেকে পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, দশম সংসদ নির্বাচনে ৫৩০টি, একাদশ নির্বাচনে ৪১৪টি আর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৫৩৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল। এর আগে, সকালের দিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পরের ৩৬ দিনে সারা দেশে অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে এক রিপোর্টে বলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ এলিনা)

প্লট দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনা, টিউলিপের জেল-জরিমানা

ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট দুর্নীতির দুটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশ বছরের এবং তার ভাগ্নি ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আজ দুপুর সাড়ে ১২টার পর এই রায় দেওয়া হয়। রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালত। পৃথক দুটি মামলায় শেখ হাসিনার পাঁচ বছর করে দশ বছর এবং টিউলিপ সিদ্দিকের দুই বছর করে মোট চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাদের সঙ্গে মিজ টিউলিপের বোন আজমিনা হক সিদ্দিক ও ভাই রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকেরও সাজা দেওয়া হয়েছে। তাদের দু-জনের সাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আসামিদের সবাইকে এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে রায়ে। দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদকের দায়ের করা মামলা দুটিতে ১৮ জন করে আসামি রয়েছেন। তাদের মধ্যে একমাত্র খুরশীদ আলম গ্রেফতার রয়েছেন। তার এক বছর করে ২ বছর সাজা হয়েছে। খুরশীদ আলমকে রায়ের সময় আদালতে হাজির করা হয়। শেখ হাসিনা, টিউলিপ সিদ্দিকসহ বাকিদের পলাতক দেখিয়ে এ মামলার বিচার কাজ করা হয়েছে। তাদের পলাতক দেখিয়ে বিচার কার্যক্রম চালানোর কারণে তারা নিজেদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ পাননি।

অভিযোগে যা বলা হয়

মামলা দুটির অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে শহরে বাড়ি বা ফ্ল্যাট বা আবাসন সুবিধা থাকার পরও তা গোপন করেছেন। এর ফলে প্লট বরাদ্দে আইন, বিধি, নীতিমালা ও আইনানুগ পদ্ধতি লঙ্ঘন হয়েছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রভাবিত করেছেন বলে মামলা দুটির অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। অভিযোগে এ-ও বলা হয়, মামলার আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে নিজেরা লাভবান হয়ে ও অন্যকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে পূর্বাচলের নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রাস্তার ১০ কাঠা করে প্লট তাদের নামে বরাদ্দ দেন।

অন্য আসামি কারা

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার। এছাড়াও, মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিয়া, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সহকারী পরিচালক ফারিয়া সুলতানা, সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, উপপরিচালক নায়েব আলী শরীফ ও পরিচালক শেখ শহিনুল ইসলাম। তাদের প্রত্যেকের জেল-জরিমানা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

তফশিল ঘোষণার ৩৬ দিনে নিহত ১৫ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী : টিআইবির রিপোর্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পরের ৩৬ দিনে সারা দেশে অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে এক রিপোর্টে বলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সোমবার প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে ৪০১টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ১০২ জন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে নিখোঁজ হয়েছে ১ হাজার ৩৩৩টি আগ্নেয়াস্ত্র। থানা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এখনো উদ্ধার না হওয়া এবং নতুন করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায়, সহিংসতার ঝুঁকি আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছে সংস্থাটি। সরকার মব সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। `কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বর্তমান নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সহিংসতা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হেনস্তা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর হামলা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মতো একাধিক ঘটনা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। এ সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর ৫০টিরও বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও উল্লেখ করা হয়। জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রেও আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ধরে টিআইবি। প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রেফতার ও রিমান্ডে পুরোনো ধারা বহাল রয়েছে। অযৌক্তিক মামলা দায়ের, বিনা বিচারে আটক, জামিনযোগ্য মামলায়ও দীর্ঘদিন জামিন না দেওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি প্রভাবের অভিযোগ উঠে এসেছে। এমনকি সাংবাদিক ও পেশাজীবীদের হত্যার মামলায় আসামি করার ঘটনাও ঘটেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বিশেষভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার বা `মব, প্রবণতা নিয়ে। গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। `মব, তৈরি করে দাবি আদায়ের প্রবণতা এবং অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্বক দাবি আদায়ে সাফল্য পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কৌশল বা কার্যকর পদক্ষেপের অভাব, এমনকি নিষ্ক্রিয়তা ও তোষণমূলক অবস্থানের কারণে অতি ক্ষমতায়নের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলেও মন্তব্য করে সংস্থাটি। কারা হেফাজতে ও সেনাবাহিনীর হেফাজতে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা, ঢালাওভাবে মামলায় আসামি করা, গ্রেফতার, বাণিজ্যসহ নানা ঘাটতির কথাও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা চিহ্নিত করতে এআই ব্যবহার করবে ভারতের মহারাষ্ট্র

ভারতের মহারাষ্ট্রে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা চিহ্নিত করতে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগানো হবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে প্রায় দশ মাস ধরে। এখন সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের নথিপত্র যাচাই করছে পুলিশ। এরপর মহারাষ্ট্রে বেআইনিভাবে সেখানে বসবাসকারী বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা চিহ্নিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এনডিটিভির একটি অনুষ্ঠানে সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বম্বে সরকারের হয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা চিহ্নিত করার কাজটি করছে। কীভাবে এই এআই টুলটি ব্যবহার করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আইআইটি বম্বের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব এখনো পায়নি বিবিসি বাংলা। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে, সম্ভবত একজন বাংলাদেশি বা একজন রোহিঙ্গা কী রকম দেখতে হন, তারা কীভাবে কথা বলেন, কী পোশাক পরেন, কোন অঞ্চলের বাসিন্দা- এ রকম নানা তথ্য দেওয়া থাকবে এআই টুলটিকে। একইসঙ্গে তাদের বাংলায় কথা বলার ধরনও শেখানো হবে যন্ত্রকে। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণে তথ্য, এআই টুলটিকে আগে থেকে 'ফিড' করিয়েও, তা দিয়ে বাস্তবে নির্ভুলভাবে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন এআই বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব নিয়ে আন্দোলন ও গবেষণা করা অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিৎ বসু প্রশ্ন তুলছেন, "কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন রাজ্যে তো ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন করা হয়েছে বা কাজ চলছে, সেখানে কতজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা পাওয়া গেল? সেই হিসাব আগে সরকারগুলো দিক। "এসআইআরের মতো প্রক্রিয়াতেও যেখানে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা পাওয়া গেল না, আর এখন আবার এআই টুল আনা হচ্ছে। পুরোটাই একটা মিথ্যাচার,„ বলেন প্রসেনজিৎ বসু।

কেন এআই টুল বানানো হচ্ছে?

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এনডিটিভির একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা চিহ্নিত করার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। এনডিটিভির ওয়েবসাইটে ওই খবরের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, "মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবীশ বলেছেন, একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুল তৈরি করা হচ্ছে, যেটা দিয়ে রাজ্যে বেআইনি বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যাবে।„ আরও লেখা হয়েছে যে, এআই টুলটি আইআইটি বম্বের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হচ্ছে এবং এখন সেটি ৬০ শতাংশ নির্ভুলভাবে কাজ করছে। মি. ফডনবীশকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চার মাসের মধ্যে সেটি ১০০ শতাংশ নির্ভুলভাবে কাজ করবে আশা

করা হচ্ছে। এই এআই টুলটি কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়ে নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকার বা আইআইটি বম্বের কাছ থেকে কিছু জানা যায়নি। বিবিসি বাংলা আইআইটি বম্বের জনসংযোগ দফতরে ফোন করেছিল। জনসংযোগ অফিসার এখন ছুটিতে আছেন বলে জানানো হয়। তাকে ই-মেইল করা হয়েছে। তবে জবাব এখনো আসেনি। তবে এ ধরনের এআই টুল কীভাবে বানানো হয়, তার সম্যক ধারণা আছে, এমন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজে কোনও কাজ করতে পারে না, যদি না তাকে আগে থেকেই কিছু শিখিয়ে রাখা হয়। আগে থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য যন্ত্রকে দিয়ে রাখতে হয়। সেই সব তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই এআই টুল অতি দ্রুত বিশ্লেষণ করে ফেলতে পারে।

কলকাতা-ভিত্তিক 'মিডিয়াস্কিলস ল্যাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ জয়দীপ দাশগুপ্ত বলছিলেন, "আমরা এটাকে লার্জ ল্যাংগুয়েজ মডেল বলি, যেখানে ছবি, ভিডিও, মানচিত্র, অডিও, ইনফোগ্রাফিক্স, গবেষণাপত্র- যত তথ্য পাওয়া যায়, সব ফিড করে রাখা হয়। মহারাষ্ট্র যে টুলটি বানাচ্ছে, সেখানেও সম্ভবত এগুলো সবই ব্যবহার করা হবে।„ তার কথায়, "ধরুন যন্ত্রকে শিখিয়ে দেওয়া হবে যে, একজন টিপিকাল বাংলাদেশি মুসলমান কেমন দেখতে হন, তিনি টুপি পরেন কি না, গোঁফ ছাড়া দাড়ি রাখেন কি না বা নারীদের ক্ষেত্রে বোরকা পড়েন কি না, কীভাবে কথা বলেন- হয়ত এইসব তথ্য শেখানো হবে। "সেগুলোর ওপরে ভিত্তি করে যন্ত্র ঠিক করবে যে, একজন ব্যক্তি বাংলাদেশি, না রোহিঙ্গা, না ভারতীয়। অর্থাৎ বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গাদের প্রোফাইল ঠিক করা হবে সম্ভবত। "কিন্তু এখানে সমস্যাটা হচ্ছে একই ধরনের দাঁড়ি রাখা বা টুপি পরা তো ভারতের বাংলাভাষী মুসলমানেরও অভ্যাস। আবার বহু হিন্দুও তো দাঁড়ি রাখেন, নানা ধরনের টুপি পরেন। তাহলে যন্ত্র একজন বাংলাদেশি মুসলমানের সঙ্গে একজন ভারতীয় মুসলমান বা ভারতীয় হিন্দুর ফারাকটা বুঝবে কী করে?„ প্রশ্ন মি. দাশগুপ্তের। তবে আইআইটি বম্বে ঠিক কীভাবে কাজ করছে, সেটা তিনি যেহেতু জানেন না, তাই এটা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, এই নির্দিষ্ট টুলটিতে কী কী তথ্য ফিড করানো হচ্ছে।

এআই দিয়ে কি বাংলাদেশি চিহ্নিত করা সম্ভব?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের এআই টুল দিয়ে ১০০ শতাংশ নির্ভুল বিশ্লেষণ পাওয়া কঠিন শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব। একটি কারণ হলো, একজন ব্যক্তি বাংলাদেশি কী না, তা নিশ্চিত করতে যন্ত্রকে বিপুল পরিমাণ নির্ভুল তথ্য ভাণ্ডার দিতে হবে। আবার যন্ত্রকে তথ্য শেখানোর সময়ে যদি কোনো ভুল তথ্য দেওয়া হয় বা যারা যন্ত্রকে শেখাচ্ছেন, তারা যদি পক্ষপাতিত্ব করেন, তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্লেষণেও ভুল হবে। জয়দীপ দাশগুপ্তের কথায়, "এআই-তে যে লিঙ্গ বৈষম্য করা হয়, তার অনেক প্রমাণ আছে। এর একটা কারণ হলো, যারা যন্ত্রকে তথ্য দিচ্ছেন, তাদের একটা বড় অংশ পুরুষ। তাই তাদের শেখানো তথ্য দিয়ে এআই পুরুষদের পক্ষে পক্ষপাতমূলক বিশ্লেষণ করে থাকে। "বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা চিহ্নিত করার জন্য যে তথ্য দেওয়া হবে যন্ত্রকে, সেখানে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করবে না তো?„ প্রশ্ন তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একটি বড় বহুজাতিক কোম্পানির প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট অরিজিৎ মুখার্জীর। তিনি বলছিলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবকিছুই নির্ভর করে তাকে কী ধরনের তথ্য দেওয়া হচ্ছে, যাকে আমরা ট্রেনিং ডেটা বলি, তার ওপরে। এ ধরনের একটা কাজ করতে গেলে লক্ষ লক্ষ ভয়েস স্যাম্পেল শেখাতে হবে যন্ত্রকে। সেগুলোর পৃথকীকরণ কারা করবে? সেখানে যে রাজনৈতিক পক্ষপাত হবে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তাই ফলাফলও পক্ষপাতদুষ্ট হবে।„ "এখানে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশি, না ভারতীয় বাংলাভাষী, সেটা নির্ধারণ করতে গেলে এক শতাংশ ভুল হলেও চলবে না। এটা নাগরিকত্বের প্রশ্ন,„ বলছিলেন মি. মুখার্জী।

সীমান্তের দুই দিকে বাংলার একই উপভাষা

বাংলাদেশ আর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনেক জায়গাতেই বাংলা ভাষায় কথা বলেন মানুষ। যেমন বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের ভাষায় ভারতের ত্রিপুরা বা আসামের বরাক উপত্যকার বহু মানুষ কথা বলেন। একইভাবে রাজশাহীর দিকে যে ভাষায় কথা বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাও এক। আবার ভারতের মধ্যেও একেকটি অঞ্চলের বাঙালিদের মুখের ভাষা একেক রকম। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মানুষ যেভাবে কথা বলেন, তা কলকাতার মানুষের কথার সঙ্গে আলাদা। আবার কলকাতার মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলীয় শিলিগুড়ির মানুষের কথা বলার ধরণ আলাদা। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মুখের ভাষার থেকে বেশি মিল ওড়িশার ভাষার। বহুজাতিক সংস্থাটির প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট অরিজিৎ মুখার্জী বলছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার আর বাংলাদেশের লালমনিরহাটের মানুষের মুখের ভাষা কি আলাদা করা যায়? মানুষের কথা বলার ভাষা তো আর রাজনৈতিক সীমারেখা মানে না। তাই এআই দিয়ে 'বাংলাদেশিদের মুখের ভাষা' আলাদাভাবে চেনা স্বপ্নই থেকে যাবে। "মানুষের মুখের ভাষার একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, এর কোনো নির্দিষ্ট আকার হয় না। আমরা কথা বলার সময়ে নানা ভাষা মিশিয়ে দিই, বিভিন্ন শব্দ অন্য ভাষায় বলি। কিন্তু এআই চায় একটা 'ক্লিন প্যাটার্ন'। সেটা কোনো যন্ত্রকে শেখানো বাস্তবে অসম্ভব,„ বলছিলেন মি. মুখার্জী। তার কথায়, "তখন এআই তখন আন্দাজের দিকে পা বাড়াবে, আর তার আন্দাজটা অর্ধেক সময়ে ভুল হবে।

রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা

যে দু-জন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বিবিসি বাংলা কথা বলেছে, তারা দু-জনেই আশঙ্কা পেকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা খুঁজতে গিয়ে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করা হতে পারে, কারণ যেভাবে যন্ত্রকে তথ্য দেওয়া হবে, সেখানেই থাকবে ভুল তথ্য সরবরাহের সুযোগ। তাদের কথায় বোঝা যাচ্ছে, যেভাবে একজন ব্যক্তিকে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হতে পারে, সেখানে যে ভারতীয় মুসলমান- এমনকি ভারতীয় হিন্দুও 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারেন। নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন কয়েক বছর ধরে, তারা প্রশ্ন তুলছেন, পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে তো ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, তাতে কত বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা খুঁজে বের করা গেছে? এখন এআই টুল দিয়ে কি আদৌ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সঠিকভাবে খুঁজে বের করা যাবে? অর্থনীতিবিদ ও সদ্য কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়া প্রসেনজিৎ বসু বলছেন, "বহু অর্থ ব্যয় করে তো পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ুসহ নানা রাজ্যে এসআইআর করা চলছে অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার জন্য! কতজনকে ধরা গেল, সেই হিসাব দেওয়া হোক আগে। "এসআইআর-এর মতো নিবিড় প্রক্রিয়া চালিয়ে কতজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা চিহ্নিত করা গেল, সেই তথ্য দিক নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার আর বিজেপি। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা ভারতে ঢুকে গেছে বলে যে মিথ্যাচারটা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটার তো সত্যটা আমরা এখন টের পাচ্ছি। নানা রাজ্যে এই একই কথা বিজেপি বলে এসেছে। বারবার এদের মিথ্যাচারটা প্রমাণিত হচ্ছে। এখন আবার এআই টুল আনা হচ্ছে,„ বক্রোক্তি প্রসেনজিৎ বসুর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ অরিজিৎ মুখার্জীও বলছেন, "এআই টুলটি অবধারিতভাবে অসংখ্য ভারতীয়কে সন্দেহ করবে, তাদের মুখের ভাষাকে তাদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসাবে কাজে লাগাবে।„ গত প্রায় দশ মাসে বিবিসি একাধিক প্রতিবেদন করেছে যেখানে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ আর আসামের বাংলাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে আটক করে রাখা হয়েছে, অনেককে আইনসিদ্ধ পদ্ধতির বাইরে গিয়ে বাংলাদেশে 'পুশ-আউট' করা হয়েছে। যদিও যাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকে সত্যিই বেআইনিভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন, কিন্তু একাধিক ঘটনায় বিবিসি প্রমাণ পেয়েছে যে, সত্যিকারের ভারতীয় বাংলাভাষী মুসলমানদেরও 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে বাংলাদেশে `পুশ-আউট, করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশের এমডি স্ত্রীসহ গ্রেফতার

গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সাফিকুর রহমান, তার স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে আদালত তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। রোববার রাতে ঢাকার উত্তরার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি কাজী মো. রফিক আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গত ৭/৮ মাস ধরে ১১ বছর বয়সী ওই গৃহকর্মী তাদের বাড়িতে কর্মরত ছিলেন। এ সময় শিশুটির ওপর অনেক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। শিশুটি এখন গাজীপুরের শহিদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি বলে জানান তিনি। শিশুটির সারা শরীরে নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে পুলিশ। পরে গতকাল রোববার শিশুটির বাবা মো. সাফিকুর রহমান, তার স্ত্রী এবং বাড়ির আরো দুই গৃহকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সেই মামলার ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার দেখানো হয়। সর্বশেষ সোমবার বিকেলে চার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পরে আদালত তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ এলিনা)

শেষ সময়ে প্রতিরক্ষা চুক্তিকে `চলমান প্রক্রিয়া, বললেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিকে চলমান প্রক্রিয়ার অংশ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। পরবর্তী সরকার এসব চুক্তি এগিয়ে না নিলে কী হবে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা হাইপোথিটিক্যাল প্রশ্ন। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সোমবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। গত ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হন ড. খলিলুর রহমান। বিশ্বে কোথাও কোনো দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হন কি না সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "দুনিয়ার সব দেশে বিমান নাই।„ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিরক্ষা খাতে একাধিক বড় উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে রয়েছে চীনের সঙ্গে জিটুজি চুক্তিতে ড্রোন কারখানা স্থাপন, পাকিস্তান থেকে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান ক্রয়, চীন থেকে জে-১০ সিই যুদ্ধবিমান ক্রয়, ইউরোপীয় কনসোর্টিয়াম থেকে ইউরোফাইটার টাইফুন ক্রয়, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সাবমেরিন ক্রয়, তুরস্ক থেকে টি-১২৯ অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্ল্যাক হক মাল্টিরোল হেলিকপ্টার ক্রয়। পাশাপাশি, প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে যুদ্ধজাহাজ বানৌজা খালিদ বিন ওয়ালিদের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জাপানের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সইয়ের চেষ্টাও চলছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ এলিনা)

সাগরে ভাসমান গুদাম বানিয়ে রোজার পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগ, দুদকের অভিযান

রমজান সামনে রেখে নদী ও সমুদ্রে জাহাজকে `ভাসমান গুদাম, বানিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, এমন অভিযোগ পেয়ে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। সোমবার চট্টগ্রাম বন্দরে অভিযান চালায় দুদক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ এর একটি এনফোর্সমেন্ট টিম। দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সুবেল আহমেদ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তার পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, "রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি ও দাম বাড়ানোর অসৎ উদ্দেশ্যে আমদানিকারকরা ইচ্ছাকৃতভাবে লাইটার জাহাজ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ পণ্য খালাস না করে নদী ও সমুদ্রে ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছে বলে তাদের কাছে অভিযোগ আসে।„ দুদকের টিম চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের দপ্তরের বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে জানতে পারেন, স্বাভাবিক অবস্থায় একটি লাইটার জাহাজ যেখানে ১৫/২০ দিনের মধ্যে পণ্য খালাস করে পরবর্তী ট্রিপের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা, দীর্ঘদিন ধরে পণ্যবোঝাই অবস্থায় নদী ও সাগরে ভাসছে বলে দুদক জানতে পেরেছে। এছাড়া, পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত লাইটার জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে যে অস্পষ্টতা রয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যমান আইন ও বিধির আলোকে লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে। দুদক জানায়, নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তরের অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ছাড়া কোনো লোকাল এজেন্ট বা পণ্যের এজেন্ট যেন বন্দরের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে যুক্ত থাকতে না পারে, সে বিষয়ে গত ৯ সেপ্টেম্বর নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে একটি অফিসিয়াল চিঠি দেন। ওই নির্দেশনার পরও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর থেকে এনওসি গ্রহণ করছেন না বলে দুদককে জানান নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এ বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা যাচাই করতে ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (অপারেশন), হারবার মাস্টার এবং ডেপুটি কনজারভেটর দপ্তরের বক্তব্য গ্রহণ করে দুদক। এছাড়া, লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে কী ধরনের আইন বা বিধি কার্যকর রয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে। সব তথ্য বিশ্লেষণ শেষে এনফোর্সমেন্ট টিম কমিশনের কাছে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে বলে জানায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ এলিনা)

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ঝুলন্ত পার্লামেন্ট, কোয়ালিশন সরকার, ক্ষমতা হস্তান্তর- এগুলো কীভাবে হয়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে, কোন দল একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, নাকি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হবে, ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে হবে- এসব নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। একই সাথে আলোচনায় আছে, নির্বাচনে বিজয়ী পক্ষের গঠন করা সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে হবে এবং নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া কী, তা নিয়েও। এবার সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে ৩০০ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন একই সাথে ভোটাররা গণভোটেও অংশ নিচ্ছেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করায় এবার নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। ফলে দৃশ্যত এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াত জোটের মধ্যে। ফলে নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসতে পারে কি-না, তা নিয়ে যেমন কৌতূহল আছে, তেমনি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হওয়ার মতো তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি-না, সেদিকেও দৃষ্টি আছে অনেকের। কিন্তু এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ঝুলন্ত পার্লামেন্ট, কোয়ালিশন সরকার, ক্ষমতা হস্তান্তর কিংবা সরকার গঠন- এগুলো কী কিংবা এসব কীভাবে হয়?

একক/নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

সংসদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলছেন, সংসদের মোট আসনের অর্ধেক+১টি কিংবা এর চেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী হলেই তাকে একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোনো দল বা জোটকে কমপক্ষে ১৫১টি আসন পেতে হবে। আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমন্সের মোট আসন ৬৫০ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পেতে হয় ৩২৬ আসন। ভারতে লোকসভার ৫৪৩ আসনের মধ্যে কোনো দলকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পেতে হরে ২৭২ আসন পেতে হয়। "রাষ্ট্রপতি একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলের প্রধানকেই সাধারণত সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কোনো দল এ ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে বেশি আসনে জয়ী দলকে তখন সরকার গঠনের জন্য অন্য দলের সমর্থন জোগাড় করতে হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার আছে, এমন সব দেশের জন্যই এটি প্রযোজ্য,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি এবং ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বেশি আসনে জিতলেও একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে অন্যদের সমর্থন নিয়ে দলদুটিকে তখন সরকার গঠন করতে হয়েছিল। নিজাম উদ্দিন আহমেদ অবশ্য বলছেন, অনেক সময় একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দলকে সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির আহ্বান জানানোর উদাহরণ অনেক দেশেই আছে।

"সেক্ষেত্রে সরকার গঠনের পর সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হয়,„ বলছিলেন মি. আহমেদ। ভারতে ১৯৯৬ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও, বেশি আসন জিতেছিল বিজেপি। এরপর প্রথম বিজেপি নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। কিন্তু শপথ গ্রহণের ১৩ দিনের মাথায় লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারায়, তার সেই সরকারের পতন হয়েছিল।

ঝুলন্ত পার্লামেন্ট কী

অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলছেন, সাধারণত নির্বাচনে কোনো সংসদে যদি কোনো একক দল বা জোট হিসেবে সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, সেই পরিস্থিতিটাই ঝুলন্ত পার্লামেন্ট। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু আছে, এমন দেশে এক্ষেত্রে সরকার গঠন করার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে জোট বা সমঝোতা প্রয়োজন হয়। তার মতে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভারতের লোকসভাসহ বহু দেশে এমন পরিস্থিতি অনেকবার হয়েছে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে ঝুলন্ত পার্লামেন্টের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হলো যখন কোনো একক দল হাউজ অব কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। এটা এমন একটা পরিস্থিতি হিসেবে পরিচিত, যেখানে কারও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ নেই। যুক্তরাজ্যে সাম্প্রতিককালে ২০১৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হয়েছিল। ওই নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি বেশি সংখ্যক আসন জিতেছিল কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া পরে উত্তর আয়ারল্যান্ডের দল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে আস্থায় নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন টেরিজা মে। এর আগে, ২০১০ সালের নির্বাচনেও ডেভিড ক্যামেরন লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের সাথে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। ক্যামেরনের দল কনজারভেটিভ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে ২০টি আসন কম জিতেছিল নির্বাচনে। পরে তাদের জোট ৫ বছর মেয়াদ শেষ করতে পেরেছিল। ভারতে সাম্প্রতিককালে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেও ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হয়েছে। এই নির্বাচনে বিজেপি জিতলেও, সরকার গঠন করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পরে কয়েকটি দলের সমর্থন নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করেছিল।

কোয়ালিশন সরকার

ঝুলন্ত পার্লামেন্ট আর কোয়ালিশন সরকার পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বলে বলছেন অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, সংসদে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হলে একাধিক দল মিলে যে সরকার গঠন করে, সেটাকেই কোয়ালিশন সরকার বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত তুলনামূলক বেশি আসন পাওয়া দলকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। "ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হলে বা কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে বেশি আসন পাওয়া দল কম আসন পাওয়া এক বা একাধিক দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে দেখা যায়। এ ধরনের সরকারকে কোয়ালিশন সরকার বলে। বিশ্বজুড়ে এমন সরকারের বহু উদাহরণ আছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। নির্বাচনের পরেও যেমন সরকার গঠনের জন্য কোয়ালিশন হতে পারে, তেমনি নির্বাচনের আগে থেকেও কয়েকটি দল মিলে জোট করে একসাথে নির্বাচন করে জিতলে একসাথে সরকারও গঠন করতে পারে। বাংলাদেশে ২০০১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। যুক্তরাজ্যে ২০১০ সালের নির্বাচনের পর ডেভিড ক্যামেরনের কনজারভেটিভ পার্টি ও নিক ক্লেগের লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এ ধরনের সরকার করেছিল। মি. আহমেদ বলছেন, অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য সমর্থন দেওয়া ছোটো ছোটো দলের চাপের মুখে থাকতে হয় বড় দলগুলোকে। "এমনকি অনেক সময় ছোটো দলের সমর্থন প্রত্যাহারের কারণে সরকার পতনেরও অনেক নজির আছে।„

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানে ২০২২ সালে কোয়ালিশন সরকারের মিত্র দলগুলো সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সংসদে বিরোধী দলগুলোর আনা অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতা হারিয়েছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পরে ইমরানের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন শাহবাজ শরিফ।

দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলছেন, সরকার গঠনের জন্য একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট কিন্তু এর চেয়েও বড় বিষয় হলো দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অর্থাৎ সংসদের মোট আসন সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ কোনো দল বা জোট পেলে সেটিই দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিসেবে পরিচিত। "সাধারণত অনেক দেশে সংসদে সংবিধান পরিবর্তন, জরুরি কোনো আইন পাস কিংবা বিশেষ প্রস্তাব পাসের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সংবিধানও পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিধান এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সংবিধানে আছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. আহমেদ। দৃশ্যত, এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াত জোটের মধ্যে।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও নতুন সরকার গঠন

নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দল বা জোটের নেতাকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলছেন, নতুন সরকারের শপথের মধ্য দিয়েই পুরোনো সরকারের বিদায় ঘটে

এবং এটাকেই ক্ষমতা হস্তান্তর বলা হয়। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের উদাহরণ খুবই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আন্দোলন বা সংঘাতের নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে সরকার পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। "গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে বিদায়ী সরকার প্রধান বা তার প্রতিনিধিরা থাকেন। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। আমাদের দেশে এমনটা বিরল,„ বলছিলেন অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ। নির্বাচনের ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। এর মাধ্যমে সংসদ গঠিত হয়। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোট সংসদ নেতা নির্বাচন করার পর তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি তাকে সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হয়। "এর মধ্যদিয়েই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ও নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে এবার অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, সেটি এখনো পরিষ্কার নয়,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সংসদ বিষয়ক গবেষক নিজাম উদ্দিন আহমেদ। মি. আহমেদ এও বলছেন যে, অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও বেশি আসন পাওয়া দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। "সেক্ষেত্রে তিনি এই শর্ত দেন যে, সরকার গঠনের পর সংসদে তার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে,„ বলছিলেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এলপি গ্যাসের দাম আরও বাড়ল

আবারও বাড়ানো হয়েছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ও অটোগ্যাসের দাম। ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৩০৬ টাকা থেকে ৫০ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার ৩৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে নতুন এ মূল্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ, যা সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকরের কথা রয়েছে। এর আগে, গত ৪ জানুয়ারি শেষবার ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫৩ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৩০৬ টাকা করা হয়েছিল। এক মাসের মাথায় আবারও ৫০ টাকা বাড়ানো হলো। শুধু রান্নার গ্যাসই নয়, যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও বাড়ানো হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি লিটারে ২ টাকা ৩৪ পয়সা বাড়িয়ে মূসকসহ নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬২ টাকা ১৪ পয়সা। এর আগে, ৪ জানুয়ারি অটোগ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রতি লিটার ৫৯ টাকা ৮০ পয়সা। আন্তর্জাতিক বাজারে সৌদি আরামকোর প্রপেন ও বিউটেনের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বাজারেও এই মূল্য সমন্বয় করতে হয়েছে বলে জানিয়েছে বিইআরসি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

ইরানের নেতার আঞ্চলিক সংঘাতের হুমকির জবাবে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া

মার্কিন হামলা আঞ্চলিক সংঘাতের সূত্রপাত করতে পারে বলে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প ইরানকে এমন একটি চুক্তিতে রাজি করার দাবি জানিয়ে আসছেন, যা দেশটিকে পারমাণবিক অস্ত্র ধারণ করা থেকে বিরত রাখবে। তিনি পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনকে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডের দায়িত্বে মোতায়েন করে চাপ বৃদ্ধি করছেন, মধ্যপ্রাচ্যও যাদের আওতায় রয়েছে। রবিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী জাহাজ রয়েছে, যা ওখানে খুব কাছেই অবস্থান করছে, মাত্র কয়েক দিনের দূরত্ব।„ খামেনির মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, তিনি আশা করেন যে, ওয়াশিংটন তেহরানের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছাবে। তিনি আরও বলেন, "আমরা কোনও চুক্তি না করলে, তখন বুঝতে পারব যে, তিনি ঠিক ছিলেন কিনা।„ রবিবার মার্কিন সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওস একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, তুরস্ক, মিশর এবং কাতার মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ঊর্ধ্বতন ইরানি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করছে। দেশগুলি এই সপ্তাহের শেষের দিকে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় বৈঠকটি আয়োজনের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০২.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

মব নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে : টিআইবি

মব সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। আজ (সোমবার) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে এ কথা বলেন তিনি। `কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "মব সন্ত্রাস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সেটি অন্য সবকিছুর মতো নির্বাচনেও প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে সরকারেরও দায় আছে। সরকার শুরু থেকে মব সহিংসতা প্রতিরোধে তৎপরতা দেখাতে পারেনি।„ মবের উৎপত্তি সম্পর্কে টিআইবির

নির্বাহী পরিচালক বলেন, "বাংলাদেশে মব সহিংসতা শুরু হয়েছে সরকারের ভেতর থেকে। দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র সচিবালয়ে প্রথম মবের উৎপত্তি হয়েছিল। সরকারের বাইরের শক্তি যারা এখন মব করছে, তারা ক্ষমতায়িত হয়েছে সচিবালয়ে মব সৃষ্টির পরে। এর ফলে সরকারের নৈতিক ভিত্তিও দুর্বল হয়েছে।„

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আর একটি হত্যাকাণ্ডও হবে না- এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "আর যেন নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা না হয়। তবে সহিংসতার ঝুঁকি শুধু ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যন্ত নয়, এর পরবর্তী কয়েক দিনও থাকতে পারে। সরকার এই ঝুঁকির বিষয়টি ভালোভাবেই জানে এবং ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ও সক্ষমতা তাদের রয়েছে।„ এ সময় বাংলাদেশের অতীত নির্বাচনি ইতিহাসের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। তিনি বলেন, "অতীতের নির্বাচনগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে।„ জুলাই-পরবর্তী জবাবদিহির প্রক্রিয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, "জুলাই আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢালাওভাবে মামলায় জড়িয়ে সাংবাদিকদের আটক রাখা হয়েছে। পেশাগত অবস্থান অপব্যবহারের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া কতটুকু বিচার আর কতটুকু প্রতিশোধ, সে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত অপরাধী, কর্তৃত্ববাদের দোসরদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনা কতটুকু সম্ভব ও গ্রহণযোগ্য হবে, সে প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।„

প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হলে হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও কর ফাঁকির মতো অপরাধের প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ন্যায়সংগত ও বিশ্বাসযোগ্য বিচার নিশ্চিত করতে হবে বলে জানান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র জুলাই আন্দোলন থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে চায়। এ কারণে ঐকমত্য কমিশনে জনগণের কাছে জবাবদিহি সরকার ব্যবস্থার জন্য যে পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি ছিল।" নোট অব ডিসেন্টের মৌলিক কনসেপ্ট ধারণ করলে আপত্তি থাকলেও, যে-সব বিষয়ে ঐকমত্য বা সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটিই বাস্তবায়িত হবে বলে মন্তব্য করেন ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, "এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার রীতি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটি হবে কি না, সেটি দেখার বিষয়। গণভোটের রায় `হ্যাঁ',-এর পক্ষে গেলে সে ক্ষেত্রে যারা সরকারে যাবে, তাদের সদিচ্ছার ওপর সংস্কার বাস্তবায়ন নির্ভর করবে।„ সরকারের সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ ও গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, "মিডিয়া বিশেষভাবে সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে এবং মিডিয়ার প্রতি নতুন করে ঝুঁকি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভেতরের ও বাইরের শক্তি কাজ করেছে। বাইরের শক্তিকে সরকারই অতি ক্ষমতায়িত করেছে।" গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে পেশাদারিত্বের সঙ্গে নিরাপদে কাজ করুক, এ চিন্তাভাবনা অন্তর্বর্তী সরকার ধারণ করেছে কি না, সে প্রশ্নও তোলেন ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, "দুটি মিডিয়া কমিশন লোক দেখানো পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।„ ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, "অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বিচারক নিয়োগ কমিটি, স্বাধীন বিচার বিভাগ সচিবালয়ের মতো কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে সচিবালয় কতটুকু কার্যকর হবে, তার জবাব পরবর্তী সরকারকে দিতে হবে। এছাড়া, বিচার ব্যবস্থার ভেতরে দলীয়করণ এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।" গণতান্ত্রিক সংস্কার সফল করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃঢ় অঙ্গীকার প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন ইফতেখারুজ্জামান।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মবিরতি, অচলাবস্থা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ডাকা কর্মবিরতির তৃতীয় দিন সোমবারও বন্দরের পরিচালন কার্যক্রমে প্রায় অচলাবস্থা চলছে। সকাল ৮টা থেকে বন্দর জেটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানোর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় এনসিটি ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে একটানা ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে `চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ,। সোমবার দুপুরে বন্দর ভবনের সামনের চত্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সমন্বয়ক ইব্রাহিম হোসেন। ইব্রাহিম হোসেন বলেন, যে-সব কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবীরসহ আন্দোলনকারী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দর পরিচালনাকারী কোম্পানি ডিপিওয়ার্ল্ডের সঙ্গে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনায় দীর্ঘমেয়াদি কনসেশন চুক্তি নিয়ে দর-কষাকষি চলছে। ঢাকায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এই দর-কষাকষি চূড়ান্ত হলেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন শেষে কয়েক দিনের মধ্যে চুক্তি হওয়ার কথা। সই হওয়ার অপেক্ষায় থাকা এই চুক্তির বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মবিরতি পালন করে আসছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। কর্মবিরতি কর্মসূচির কারণে গতকাল রোববার দ্বিতীয় দিনের মতো প্রায় আট ঘণ্টা

অচলাবস্থা ছিল বন্দরে। কর্মসূচির কারণে আট ঘণ্টা বন্দরের জেনারেল কার্গো বার্থ বা জিসিবিতে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানোর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ ছিল। এছাড়া, চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনাল ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালেও কার্যক্রম ব্যাহত হয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের জন্য বাজেট বরাদ্দ অর্ধেক করল ভারত

গত আর্থিক বছরে বাংলাদেশের জন্য ভারতের বাজেটে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। রোববার ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে বাজেট পেশ করলেন, সেখানে আগামী আর্থিক বছরে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬০ কোটি টাকা। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ভুটানের জন্য ২ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। নেপালের জন্য রাখা হয়েছে ২৮ কোটি টাকা, মালদ্বীপ ও মরিশাসের জন্য ৫৫০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের সঙ্গে এখন ভারতের সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারত কোনো রকম আলোচনা করতে রাজি হয়নি। ভারতে আশ্রয় নেওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপড়েন চলছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে আসতে অস্বীকার করে। ভারতও বারবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ করেছে। ভারত এখন দূতাবাসের কর্মীদের পরিবারকেও দেশে ফিরিয়ে এনেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

পবিত্র শবেবরাত আমাদের জীবনে আত্মিক পরিশুদ্ধির এক অনন্য সুযোগ : প্রধান উপদেষ্টা

পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দেশে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে। এ উপলক্ষ্যে দেওয়া বাণীতে তিনি এ শুভেচ্ছা জানান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, হিজরি শাবান মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাত শবে বরাত হিসেবে মুসলমানগণ পালন করে থাকেন। পবিত্র শবে বরাত আমাদের জীবনে রহমত, মাগফেরাত ও আত্মিক পরিশুদ্ধির এক অনন্য সুযোগ। হাদিসে বর্ণিত আছে, এই রাতে আল্লাহ তার বান্দাদের বিশেষভাবে ক্ষমা করেন। তাই এ রাতকে সৌভাগ্যময় রজনি হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মহিমান্বিত এ রাতে আমরা ইবাদত-বন্দেগি, দান-সদকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও ক্ষমা লাভ করতে পারি। আত্মসমালোচনা ও তওবার মাধ্যমে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ, বরকত ও মাগফেরাত অর্জন করতে পারি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ রিহাব)

নারীদের অপমানকারীরা দেশপ্রেমিক হতে পারে না : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, যারা নারীদের অসম্মান করে, যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে তারা কখনো দেশপ্রেমিক বা জনদরদি হতে পারে না। সোমবার বেলা পৌনে ১টার দিকে খুলনার প্রভাতী স্কুলমাঠে অনুষ্ঠিত বিএনপির নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, শুধু কথার ফুলঝুরি নয়, বাস্তব কাজের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। বিএনপি সরকার গঠন করলে প্রথম দায়িত্ব হবে দেশ পুনর্গঠন। দল-মত, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সবাইকে নিয়েই দেশ গড়তে হবে। শুধুমাত্র একটি শ্রেণিকে নিয়ে কখনই দেশ পুনর্গঠন সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি, এর মধ্যে অন্তত ১০ কোটি নারী। এই বিশাল নারী সমাজকে পেছনে রেখে যত বড় পরিকল্পনাই করা হোক না কেন, দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্কুল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে তারা শিক্ষিত হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দলের নারীবিদ্বেষী বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তারেক রহমান বলেন, একটি দল প্রকাশ্যে নারীর নেতৃত্বে বিশ্বাস করে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। সম্প্রতি ওই দলের এক নেতা কর্মসংস্থানে নিয়োজিত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে এমন কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছে, যা বলতেও লজ্জা লাগে। এটি শুধু নারীদের নয়, পুরো দেশের জন্যই কলঙ্ক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের লক্ষাধিক নারী পোশাক শিল্পে কাজ করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সংসার চালাতে স্বামীর পাশাপাশি কাজ করছেন। অথচ তাদেরই আজ অপমান করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

একটি দল মা-বোনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে, ঘরে বন্দি করতে চাচ্ছে : তারেক রহমান

যশোরে নির্বাচনি জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, একটি দল ৫ আগস্টের পর মা-বোনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। মা-বোনদের ঘরে বন্দি করতে চাচ্ছে। তারা এনআইডি নম্বর ও বিকাশ নম্বর নিচ্ছেন। তাহলে অসৎ প্রস্তাব দিয়ে তারা কীভাবে সৎ লোকের শাসন কায়েম করবেন? দলের

চেয়ারম্যান তারেক রহমান আরও বলেন, একটি দলের প্রধান বিদেশি মিডিয়ায় সাক্ষাৎকারে ক্ষমতায় গেলে নারীদের কী চোখে দেখবেন, তা বলছেন। অথচ একদিন আগে সেই নেতা কর্মজীবী নারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলেছেন। যারা নিজের দেশের অর্ধেক মানুষ সম্পর্কে এমন অপমানজনক কথা বলতে পারেন, তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না। আবার তাদের এই বক্তব্যের যখন তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো, তখন বললেন, অ্যাকাউন্ট নাকি হ্যাক হয়েছিল। এটি মিথ্যা কথা। কারণ তারপরে আরও অনেক বক্তব্য সেখানে প্রচার হয়েছে। নিজেদের রক্ষা করতে তারা মিথ্যা কথা বলছে। যারা এমন প্রকাশ্যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, তারা জনগণের বন্ধু হতে পারে না। সোমবার দুপুরে যশোর উপশহর ডিগ্রি কলেজ মাঠে বিএনপির নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তারেক রহমান। বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, নারীদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে বেগম জিয়া মেয়েদের শিক্ষা ফ্রি করে দিয়েছিলেন। এবার খালেদা জিয়ার দল সরকার গঠন করতে পারলে মা-বোনদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

একদিকে গায়ে হাত, আরেক হাতে ফ্যামিলি কার্ড নারীরা চায় না : জামায়াত আমির

একদিকে গায়ে হাত, আরেক হাতে ফ্যামিলি কার্ড নারীরা চায় না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের বন্দর স্কুল-কলেজ মাঠে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। একটি দলের দিকে ইঙ্গিত করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, এক হাতে ফ্যামিলি কার্ড, আরেক হাতে মায়ের গায়ে হাত, আমার মায়ের মর্যাদার চেয়ে ওই ফ্যামিলি কার্ডের কোনো মূল্য নেই। তিনি বলেন, আমাদের মায়েদের গায়ে হাত দিলে আগুন জ্বলে উঠবে। ভয় দেখিয়ে আমাদের গতিপথ পরিবর্তন করা যাবে না। জামায়াত আমির বলেন, যুবসমাজ যে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, তাদের মূল দাবি ছিল ন্যায্যতা। যারা সে ন্যায্যতা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে এবং আল্লাহর দেওয়া বিধানের আলোকে বাংলাদেশকে একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায় জামায়াতে ইসলামী। যুবসমাজ ভিক্ষা বা বেকার ভাতা চায়নি, তারা কাজ চেয়েছে এবং দেশ গড়তে চেয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ রিহাব)

আমার আসনেই যদি ভয় দেখানো হয়, অন্যদের আসনে কী অবস্থা বুঝে নেন : নাহিদ

নির্বাচনি প্রচারের জন্য টাঙানো ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং হুমকি দিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, প্রতিনিয়ত শাপলা কলির সমর্থকদের ভয় দেখানো হচ্ছে। ইসিকে জানানোর পরও তারা ব্যবস্থা নেননি। আমার আসনেই যদি এ অবস্থা হয়, অন্যদের আসনে কী অবস্থা, তা বুঝে নেন। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর পশ্চিম রামপুরায় নির্বাচনি প্রচারণা ও গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, প্রতিদিন আমার ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বিকেলে ব্যানার টাঙালে রাতের আঁধারে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এটা কারা করছে, তা মানুষ জানে। কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। একটি দলের প্রার্থী আমাদের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছেন। ঢাকা-১১ আসনে একরকম ভয়ের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে ডিএমপির হটলাইন চালু

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে বিশেষ হটলাইন নম্বর চালু করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এসব হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য বা অভিযোগ সহজে এবং দ্রুত পুলিশকে জানানো যাবে। সোমবার ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, নির্বাচনি আচরণবিধি অমান্য বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে এ সংক্রান্তে পুলিশের হস্তক্ষেপের বিষয়ে মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য সম্মানিত নগরবাসীকে অনুরোধ করা হলো। এসব নাম্বার হলো- 01320037358, 01320037359, 01320037360. একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে সম্মানিত নগরবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

অটোমেশনের পথে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার, সংকটে পড়বে বাংলাদেশ

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। মালয়েশিয়া প্ল্যান অনুযায়ী, ২০৩৫ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে মোট ১৫ শতাংশ বিদেশি কর্মী কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। অটোমেশনের ফলে সংকটে পড়তে পারে বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে আরও ৫ শতাংশ বিদেশি কর্মী কমানো হবে। এই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব পড়বে নির্মাণ, প্ল্যান্টেশন, উৎপাদন ও সেবাখাতে কর্মরত লাখো বিদেশি শ্রমিকের ওপর, যাদের বড় একটি অংশ বাংলাদেশি। সরকারি নীতিমালায় স্পষ্ট করা

হয়েছে, ভবিষ্যতে অদক্ষ কর্মী নিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হবে। পরিবর্তে প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ও দক্ষ জনশক্তির দিকে ঝুঁকবে মালয়েশিয়া। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

সরকারি ব্যাংক ঋণ দিতে পারলেও আদায়ে দুর্বল : গভর্নর

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে সক্ষম হলেও, সময়মতো ঋণ আদায়ে ব্যর্থ। এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, সঠিক গ্রাহক বাছাই করে ঋণ দিতে পারলে সেই ঋণ অনাদায়ী হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। সোমবার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলন ২০২৬-এ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গভর্নর বলেন, সরকারি ব্যাংকগুলোর ওপর দীর্ঘদিন ধরে নানা বিধি-নিষেধ আরোপ থাকায় ঋণ কার্যক্রমে অতিরিক্ত সতর্কতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে তারা ঋণ দিতে পারলেও, আদায় করতে পারছে না। এ কারণেই অতীতে ঋণের প্রবাহ সংকুচিত রাখতে হয়েছে। তবে ২০০০ সালের আগেও সরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রবাহ ছিল সীমিত, যা কোনোভাবেই টেকসই মডেল নয়। ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করেও যদি তা বৃহৎ অর্থনীতিতে কার্যকর অবদান রাখতে না পারে, তাহলে সেই অর্জন সীমিত হয়ে পড়ে। সোনালী ব্যাংক বর্তমানে সতর্কতার সঙ্গে ঋণ বিতরণ করছে। এখন সময় এসেছে আরও সাহসীভাবে ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

১২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫০ টাকা

ভোক্তা পর্যায়ে এলপি গ্যাসের নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১৩০৬ টাকা থেকে ৫০ টাকা বাড়িয়ে ১৩৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে নতুন এ মূল্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি), যা আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হবে। এলপিজির পাশাপাশি নির্ধারণ করা হয়েছে অটোগ্যাসের দামও। চলতি মাসের জন্য প্রতি লিটার অটোগ্যাসের দাম ৫৯ টাকা ৮০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬২ টাকা ১৪ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে, জানুয়ারি মাসে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫৩ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৩০৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর অটোগ্যাসের দাম ২ টাকা ৪৮ পয়সা বাড়িয়ে ৫৯ টাকা ৮০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

রাদওয়ান-আজমিনার প্লট বরাদ্দ বাতিলে রাজউককে নির্দেশ

রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে করা পৃথক দুটি মামলার রায়ে শেখ রেহানার সন্তান রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীর নামে বরাদ্দ দেওয়া প্লট বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ-৪ আদালতের বিচারক রবিউল আলম এ রায় ঘোষণা করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে রাজউক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। রায় ঘোষণার আগে, বিচারক মামলার অভিযোগ ও প্রমাণ বিষয়ে বলেন, এই দুই মামলায় মোট ১৮ জন আসামি রয়েছেন। আইন অনুযায়ী, যে-সব ব্যক্তি সরকারি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য নন, তারা একে অন্যের সঙ্গে যোগসাজশ করে অবৈধভাবে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। এ ঘটনায় স্পষ্টভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালের পথে বাংলাদেশ

ক্রিকেটে ভারত-বাংলাদেশের বৈরিতার মাঝে ফুটবলে ভারতকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এই জয়ে ফাইনালের পথে একধাপ এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে ১২-০ গোলের বড় ব্যবধানে জিতেছিল অর্পিতা বিশ্বাসরা। সোমবার নেপালের পোখারায় আসরের বর্তমান যৌথ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ও ভারত একে-অপরের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমার্ধে করা দুই গোলে ভারতকে হারিয়ে টানা দুই ম্যাচ জিতলো লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। ম্যাচসেরা হয়েছেন বাংলাদেশের আলপি আক্তার। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

৪৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে দুই রাজনৈতিক দলের `ভাগাভাগি,

গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের ৪৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ভাগাভাগি করেছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটির এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। পাশাপাশি জনতার চাপে শিক্ষক নিয়োগ, পদায়ন ও অপসারণের ঘটনা ঘটেছে অহরহ। চাপে পড়ে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন এবং আদিবাসী সংশ্লিষ্ট গ্রাফিতির ছবি মুছে দেওয়ার ঘটনা দেখা গেছে বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সোমবার সকালে রাজধানীর টিআইবির সম্মেলন কক্ষে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। `কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে শিক্ষাখাতে `অগ্রগতি, ও `ঘাটতি, অংশে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। শিক্ষাখাতে বেশ কয়েকটি ঘাটতির কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। সেগুলো হলো- কাঠামোগত দুর্বলতা ও পর্যন্ত বাজেটের ঘাটতি অব্যাহত; পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হলেও, নিয়োগে মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন এবং দুটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ভাগাভাগি। শিক্ষার্থী ও জনতার চাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, পাঠ্যপুস্তকের লেখা ও আদিবাসী সংশ্লিষ্ট গ্রাফিতির চিত্র পরিবর্তন, শিক্ষক নিয়োগ, পদায়ন ও অপসারণ; বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল; বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলন এবং ছাত্র সংসদ কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হেনস্তা; প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণে বিলম্ব। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে শিক্ষাখাতের কিছু অগ্রগতিও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। অগ্রগতিগুলো হলো- উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ; দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন; বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ আসাদ)

কেউ কেন্দ্র দখল করতে চাইলে ছাড় দেওয়া হবে না : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, কেউ কেন্দ্র দখল করতে চাইলে ছাড় দেওয়া হবে না, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে ময়মনসিংহে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এ কথা বলেন। মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এবার কোথাও কেন্দ্র দখল যেন না হয়, সেজন্য কেন্দ্রে সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে। পুলিশকে ২৫ হাজার ৭০০ বডি ক্যামেরা দিচ্ছি। আমরা ড্রোন ব্যবহার করছি। সুরক্ষা অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার যদি কেউ কেন্দ্র দখল করতে যায়, কেউ ছাড় পাবে
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ রিহাব)

শবে বরাত উপলক্ষ্যে সারা দেশে র‍্যাবের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

আগামীকাল ৩ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাতে পবিত্র শবে বরাত উদ্‌যাপিত হবে। এ উপলক্ষ্যে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি, র‍্যাব সারা দেশে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, শবে বরাত উপলক্ষ্যে মুসল্লিরা দেশব্যাপী ইবাদত-বন্দেগি, নফল নামাজ ও জিকিরের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবেন। সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্বিঘ্নভাবে শবে বরাত উদ্‌যাপন নিশ্চিত করতে র‍্যাব ফোর্সেস অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০২.২০২৬ রিহাব)

৩৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল দেশের রিজার্ভ

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও বেড়েছে। বর্তমানে রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে। আর আইএমএফের নির্ধারিত বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে হিসাব করলে রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৮ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দিন শেষে রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এর আগে, গত ১৫ জানুয়ারি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার। আর আইএমএফের নির্ধারিত বিপিএম-৬ পদ্ধতি মতে রিজার্ভ ছিল প্রায় ২৮ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার। তার আগে, ৮ জানুয়ারি রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার আর বিপিএম-৬ পদ্ধতি মতে, রিজার্ভ ছিল প্রায় ২৭ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। তবে, আকুর দায় (১.৫৩ বিলিয়ন) পরিশোধের পর তা কমতে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, দেশের রিজার্ভ এখন প্রায় ৩৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম-৬ হিসাব পদ্ধতি মতে বর্তমানে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

NORWAY'S PM AGREES CROWN PRINCESS HAD 'POOR JUDGEMENT' OVER EPSTEIN LINKS

Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store has said he agrees with Crown Princess Mette-Marit's admission of "poor judgement" after it emerged she had extensive contacts with the late sex offender Jeffrey Epstein. The princess features hundreds of times between 2011-14 in the latest files released by the US Department of Justice relating to Epstein. This latest embarrassment for the royal family comes on the eve of her son's seven-week trial in Oslo on 38 charges including rape and assault. Princess Mette-Marit married Norway's Crown

Prince Haakon as a commoner when her son Marius Borg Hoiby was four and is in line to become queen when her husband accedes to the throne.
(BBC News Web Page: 02/02/26, FARUK)

ISRAEL REOPENS GAZA'S KEY RAFAH BORDER CROSSING WITH EGYPT

Palestinians have started to enter the Rafah border crossing between the Gaza Strip and Egypt after it reopened for the movement of people. The crossing has largely been closed since May 2024, when the Gazan side was captured by Israeli forces. The reopening was supposed to happen during the first phase of US President Donald Trump's ceasefire plan between Israel and Hamas, which began in October. But Israel blocked it until the return of the body of the last Israeli hostage in Gaza, which happened last week. It will come as a relief to many Palestinian who see it as a lifeline to the world, although there is frustration that only small numbers of people and no goods will be allowed through.
(BBC News Web Page: 02/02/26, FARUK)

TWELVE MINERS KILLED BY RUSSIAN STRIKE IN UKRAINE

Twelve miners have been killed by a Russian drone strike in eastern Ukraine, the country's largest private energy firm has said. DTEK said a bus carrying workers after a shift in the eastern Dnipropetrovsk region had been targeted in Sunday's attack. At least 15 people were injured, state emergency services said. Earlier, at least two others were killed and nine injured in separate Russian attacks overnight and on Sunday, including six people who were hurt when a drone hit a maternity hospital in Zapprizhzhia. The strikes come while Russia had agreed not to target population centres and energy infrastructure for the duration of a cold snap. (BBC News Web Page: 02/02/26, FARUK)

BEIJING CRITICIZES DALAI LAMA GRAMMY WIN AS 'MANIPULATION'

China has reacted angrily to an unlikely winner at the Grammys - the Dalai Lama - saying it opposes art awards being used for "anti-China political manipulation". The Buddhist spiritual leader was recognized in the audiobook category for Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama. The Dalai Lama said he accepted the award with "gratitude and humanity". The 90-year-old has lived in exile from his Tibetan homeland since 1959 and is condemned as a rebel and separatist by Beijing. (BBC News Web Page: 02/02/26, FARUK)

CHINA EXECUTES FOUR MORE MYANMAR MAFIA MEMBERS

China has executed four members of the Bai family mafia, one of the notorious dynasties that ran scam centres in Myanmar, state media report. They were among 21 of the family's members and associates who were convicted of fraud, homicide, injury and other crimes by a court in Guangdong province. Last November the court sentenced five of them to death including the clan's patriarch Bai Suocheng, who died of illness after his conviction, state media reported. Last week, China executed 11 members of the Ming family mafia as part of its crackdown on scam operations in South East Asia that have entrapped thousands of Chinese victims. (BBC News Web Page: 02/02/26, FARUK)

INDIA'S SNAKEBITE CRISIS IS KILLING TENS OF THOUSANDS EVERY YEAR

According to the federal government, around 50,000 Indians are killed by snakebites each year - roughly half of all deaths worldwide. Some estimates suggest the toll could be even higher: between 2000 and 2019, India may have seen as many as 1.2 million deaths, an average of 58,000 per year, a 2020 study said. Now, a new report by GST has found that 99% of healthcare workers in India face challenges administrating antivenom - the life-saving antibodies that neutralize toxins in venom. Researchers surveyed 904 medical professionals across India, Brazil, Indonesia and Nigeria, the countries most affected by snakebites, and found similar barriers: poor infrastructure, limited access to antivenom and insufficient training. Nearly half of the professionals reported that delays in treatment had led to serious complications in their patients, including amputations, surgeries or lifelong mobility problems.
(BBC News Web Page: 02/02/26, FARUK)

:: THE END ::